গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
নদী সেল শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

নং-১৮.০০.০০০০.০২৮.০৬.০০৫.১৭. ৯৬ তারিখঃ ১৯-০৩-২০১৯খ্রিঃ

বিষয়ঃ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দখল ও দূষণ প্রতিরোধকল্পে চলমান উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দখল ও দূষণ প্রতিরোধকল্পে চলমান উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১০-০২-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩৯তম সভার কার্যবিবরণী সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এর সাথে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ সভার কার্যবিবরণী।

১৯.০৩.১৯
(মোঃ আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪৬০৭২

বিতরণঃ (জেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, মতিঝিল, ঢাকা।
৫। মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৬। মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
৭। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন, হোসেন টাওয়ার, মতিঝিল, ঢাকা।
১২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৩। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১৪। কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
১৫। কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
১৬। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা, মতিঝিল, ঢাকা।
১৮। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল, ঢাকা।
২০। মহাপরিচালক, নৌপরিবহন অধিদপ্তর, মতিঝিল, ঢাকা।
২১। ডিআইজি, নৌপুলিশ, মিরপুর-১, ঢাকা।
২২। জেলা প্রশাসক, ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/গাজীপুর।
২৩। অধিনায়ক, র‍্যাব-১০, সদর ঘাট, ঢাকা।

অনুলিপিঃ সদয় জ্ঞাতার্থে

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন/সংস্থা-১/সংস্থা-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। যুগ্মসচিব, (টিএ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
নদী সেল শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-১৮.০০.০০০০.০০৫.৩১.০০২.১৮ তারিখঃ----------

বিষয় ঃ ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দখল ও দূষণরোধকল্পে উচ্ছেদ অভিযান কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	১০-০২-২০১৯
সময়	:	বিকাল ৩: ০০ টা
সভার স্থান	:	নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত সদস্যদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

ঢাকার চারপাশের নদীগুলোর দখল ও দূষণরোধকল্পে চলমান উচ্ছেদ অভিযানকে গতিশীল কারার লক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র জনাব মোহাম্মদ সাঈদ খোকন এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপ মন্ত্রী জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম এর উপস্থিতিতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সচিব, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয় সভার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সভার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে তিনি বলেন, চলমান উচ্ছেদ অভিযানে বুড়িগঙ্গা তীরে ১১৯৯টি অবৈধ স্থাপনা অপসারণ করা হয়েছে। এক বছর আগে অবৈধ স্থাপনার সংখ্যা ছিল ৯০৬ টি। এ সংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি বলেন, প্রত্যেক নদীর তীরভূমির সীমানা আছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানাধীন জমি এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি আছে। কিন্তু অবৈধ দখলদাররা এসব জায়গা-জমি প্রতিনিয়ত দখল করে আসছে। এছাড়া, শিল্প বর্জ্য, নৌযানের বর্জ্য, ওয়াসার বর্জ্য, হাসপাতালের বর্জ্য এবং বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য নদীর পানিতে মিশে প্রতিনিয়ত নদী দূষিত হচ্ছে। নদী দূষণরোধে জেলা প্রশাসন, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, শিল্প মন্ত্রণালয়, নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়, ওয়াসাসহ বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার সম্মিলিত কার্যক্রম পরিচালনা একান্ত প্রয়োজন। তিনি বলেন, চলমান অভিযানে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে নিয়োজিত করতে পারলে কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, সর্বপ্রথম নদী দূষণের উৎসসমূহ বন্ধ করা প্রয়োজন। একইসাথে পরিবেশ দূষণকারীদের শাস্তির অওতায় আনতে হবে। বিআইডব্লিউটিএ'র আইনে বেশি জরিমানা করার সুযোগ না থাকলেও পরিবেশ আইনে সে সুযোগ রয়েছে। নদীর বর্জ্য অপসারণ করে তা ডাম্পিং করা বা বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপন করা প্রয়োজন।

২.১। এ পর্যায়ে চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ চলমান উচ্ছেদ অভিযানের উপর ভিডিওচিত্রসহ একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, গত ২৭-০১-২০১৯ তারিখ হতে ০৭-০২-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত ০৬ দিনে সর্বমোট ১১৯৯টি অবৈধ স্থাপনাদি অপসারণ করে প্রায় ১০ একর তীর ভূমি উদ্ধার করা হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমে পরিচালনার ফলে অপসারণকৃত অবৈধ স্থাপনাদি নিলামের মাধ্যমে ১,১৫,০০০/- টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। তিনি জানান, বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, বালু, তুরাগ এই ৪টি নদীর যে সকল প্রবেশমুখ দিয়ে বর্জ্য নদীতে ফেলা হচ্ছে তার একটি তালিকা বিআইডব্লিউটিএ প্রণয়ন করেছে। সর্বমোট ১৪৮টি উৎস মুখ দিয়ে সুয়ারেজ বর্জ্য, শিল্প কারখানার বর্জ্য ইত্যাদি নদীতে ফেলা হচ্ছে। এরূপ ৬টি বর্জ্যের উৎসমুখ বিআইডব্লিউটিএ সিসি ঢলাই দিয়ে সীল করে দিয়েছে। ইতোমধ্যে বিআইডব্লিউটিএ দখলমুক্ত নদীর পাড়ে ২০ কি. মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণ করেছে। এছাড়া, আরও ৫০ কি. মি. ওয়াকওয়ে নির্মাণের প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ১৯টি আরসিসি এবং ০৩টি ইকোপার্ক নির্মাণ কর হবে। এছাড়া, ২.৭৬ কি.মি. দীর্ঘ হাইক্কার খাল ও ২.২৬ কি.মি. দীর্ঘ চারারগোপ খাল পুনরুদ্ধার করে ময়লা আবর্জনামুক্ত করা এবং খাল দু'টি খনন করা হয়েছে। নদী দখল ও দূষণ রোধে বিআইডব্লিউটিএ র‍্যালী, মানববন্ধন, বাউলগান, জারীগান ও গণসংযোগ কর্মসূচি আয়োজন করেছে এবং ব্যানার, লিফলেট, পোষ্টার ও ফেস্টুনের মাধ্যমে প্রচার প্রচারণামুলক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ আরো বলেন, চলমান আভিযানে ভূক্তভোগী জনগণের ব্যাপক সহযোগিতা পাওয়া গেছে। তেমন কোন প্রতিরোধের মুখোমুখি হতে হয়নি। নদীর তীরভূমিতে কয়েকটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসন বিকল্প জায়গা দিলে এগুলো সরিয়ে নিতে স্থানীয় জনগণ সম্মত আছে মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

২.২। মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বলেন, মসজিদ অপসারণের প্রয়োজন হলে বিকল্প জায়গা প্রদান সাপেক্ষে তা অপসারণ করা যেতে পারে। এ ধরণের যে ৪৬টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান রযেছে সেগুলোর তালিকা প্রদান করা হলে তিনি সেগুলো বিকল্প স্থানে স্থানান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

২.৩। জেলা প্রশাসক, ঢাকা বলেন, সবগুলো ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সিটি কর্পোরেশনের আওতাভূক্ত নয়। সবগুলো প্রতিষ্ঠানের সমস্যা এক রকম নয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), নারায়নগঞ্জ বলেন, পরিবেশ আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে প্রসিকিউশন দেয়ার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা প্রয়োজন হয়। কিন্তু তাদের জনবল সীমিত। তাই তাদের সহযোগিতা নিয়ে জেলা প্রশাসন থেকে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা যায় না। এ পর্যন্ত শিল্প কারখানাসমূহে শতকরা ৫ ভাগ ইটিপিও চালু করা সম্ভব হয়নি। ইটিপিগুলো চালু করতে না পারা পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ। তিনি বলেন, পরিবেশ আইনে কাজ করার জন্য জেলা প্রশাসনকে সুযোগ দিতে আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন।

২.৪। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব বলেন, ইটিপিসমূহ চালু না করার কারণে গত বছর ১৫০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং ৮৭ কোটি টাকা আদায় হয়েছে। তারপরও কাঙ্খিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না। নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়ের অতিঃ সচিব (উন্নয়ন) বলেন, দখল প্রতিরোধে অগ্রগতি আছে কিন্তু দূষণ রোধ করা যাচ্ছে না।

২.৫ চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন, চলমান উচ্ছেদ কার্যক্রমে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, স্টেট এ্যাকুইজিশন ও টেন্যান্সি এ্যাক্টের ৮৬ ও ৮৭ ধারা অনুসরণ করা হলে নদীর সীমানা নিয়ে বিরোধ থাকে না। তিনি বলেন, চলমান আইন বাস্তবায়নে কালেক্টর বাহাদুরগণের সহযোগিতার প্রয়োজন হবে। নদীর জায়গা কাউকে বন্দোবস্ত দেয়া যায় না। সেক্ষেত্রে বি, এস এবং আর, এস গ্রহণযোগ্য নয়। উন্নয়নের নামে নদী দখল করা যাবে না মর্মে উচ্চ আদালতের নির্দেশনা আছে। বর্জ্যে ব্যবস্থাপনার জন্য Reduce, Recycle & Renew পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রয়োজনে ব্যক্তির নামে রেকর্ডীয় ভূমি acquisition করে প্রয়োজনীয় compensation প্রদান করা যেতে পারে মর্মে তিনি অভিমত পোষণ করেন।

২.৬। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মাননীয় মেয়র বলেন, উচ্ছেদ অভিযানের ফলে জমা হওয়া বর্জ্য আপসারণ করার জন্য সিটি কর্পোরেশন থেকে ডাম্পিং ট্রাক এবং প্রয়োজনে এক্সক্যাবেটর দেয়া হবে। তবে ময়লা আবর্জনা ডাম্পিং এর জন্য জেলা প্রশাসনকে জায়গা করে দিতে হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী বলেন, প্রত্যেক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য কমিটি রয়েছে। কমিটির নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলোচনা করে তা স্থানান্তর করা যেতে পারে। প্রয়োজনে দু'তিনটি মসজিদকে একত্র করে একটি বড় মসজিদ স্থাপন করা যেতে পারে।

২.৭ সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, ডিসপুটেড ল্যান্ড এ কোন মসজিদ হয় না। তিনি বলেন, আলোচনা করে ৪৬টি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করতে হবে। তিনি বলেন, সমন্বিতভাবে বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজউক, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াসা, জেলা প্রশাসন কর্তৃক উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করা যেতে পারে; উচ্ছেদ অভিযানের ফলে জমা হওয়া বর্জ্য দ্রুত অপসারণ করতে হবে। প্রয়োজনে রিসাইকেল করা যেতে পারে; ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে মেয়র মহোদয়ের সাথে পৃথক সভা করা যেতে পারে; বুড়িগঙ্গার তীরে ১ থেকে ২ নং সেতু পর্যন্ত রাস্তা যানজট মুক্ত করতে হবে। বাদামতলী ফলের আড়ৎ অন্যত্র সরিয়ে দিতে হবে এবং ময়লা আবর্জনা অপসারণের পর ডাম্পিং এর জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা জায়গা করে দিবেন।

২.৮ সভাপতি বলেন, সকলকে খেয়াল রাখতে হবে যেন উচ্ছেদ অভিযান চালাতে গিয়ে গণঅসন্তোষ্ সৃষ্টি না হয়। তিনি বলেন, এর আগে দ্বিবার্ষিক, পঞ্চবার্ষিক, প্রেক্ষিত ইত্যাদি পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নয়ন কাজ হতো। কিন্তু এখন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিশন-২০২১, ভিশন- ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ ঘোষণা করেছেন। তাই এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

৩। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ

ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
(ক)	পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা এবং জেলা প্রশাসন কর্তৃক সমন্বিতভাবে উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করতে হবে; উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে টীম গঠন করে প্রয়োজনীয় লজিস্টিকসহ উচ্ছেদ কার্যক্রমকে সহায়তা প্রদান করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজউক, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, পানি উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা ওয়াসা এবং জেলা প্রশাসন, ঢাকা
(খ)	উচ্ছেদ অভিযানের ফলে জমা হওয়া বর্জ্য দ্রুত অপসারণ করতে হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
(গ)	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ নিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বয়ে মেয়র মহোদয়ের সভাপতিত্বে পৃথক সভা করা হবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
(ঘ)	বুড়িগঙ্গার তীরে ১ থেকে ২ নং সেতু পর্যন্ত রাস্তা যানজট মুক্ত থাকবে;	বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
(ঙ)	বাদামতলী ফলের আড়ৎ অন্যত্র সরানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:	বিআইডব্লিউটিএ ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন।
(চ)	ময়লা আবর্জনা অপসারণ করে ডাম্পিং এর জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা এবং অন্যান্য জেলা প্রশাসকগণ জায়গা নির্ধারণ করে দিবেন;	জেলা প্রশাসন, ঢাকা/নারায়ণগঞ্জ/ মুন্সিগঞ্জ/ গাজীপুর/মানিকগঞ্জ।
(ছ)	উদ্ধারকৃত জায়গায় নদীর তীর রক্ষায় বাগান সৃষ্টি ও উন্নয়ন কাজ জরুরী ভিত্তিতে শুরু করতে হবে।	বিআইডব্লিউটিএ।

৪। সভাপতি চলমান উচ্ছেদ কার্যক্রমে সকলের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবা জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(খালিদ মাহমুদ চৌধুরী) ১২.০৬.১৯

প্রতিমন্ত্রী